গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৮ (খন্ড-১).~~১২৮~~ ১৩২ তারিখ:০৭.০৩.২০১৮খ্রিঃ

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত,কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১৯.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত ।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত,কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১৯.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।

০২. এমতাবস্থায়, কমিটির নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো :

ক্রঃ নং	আলোচ্যসূচী	কমিটির মতামত/সুপারিশ
১.	মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খানবাহাদুর আওলাদ হোসেন খান উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) জনাব তাহমিনা আহমেদ ০৮/০৬/২০১৫ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ০৯/০৬/২০১৫ তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য আবেদন করেন। তাঁর নিবন্ধন সনদ সহকারি শিক্ষক (গণিত ও সাধারন বিজ্ঞান) পদে কিন্তু তার নিয়োগ সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) পদে । এ কারণে তিনি এম.পি.ও ভুক্ত হতে পারেননি। পরবর্তীতে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি তাঁকে অনুমোদিত অতিরিক্ত শ্রেণী শাখায় সহকারি শিক্ষক (গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান) পদে সমন্বয়পূর্বক তার এম.পি.ও ভুক্তির আবেদন করেছেন।	জনাব তাহমিনা আহমেদ সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) এর নিয়োগ প্রক্রিয়াসহ যাবতীয় কাগজপত্র পর্যালোচনা করে এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।
২.	ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলাধীন ঘোষেরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মোঃ মশিউর রহমান (ইনডেক্স নং-১০৩৩১৬৮) এর শরীরচর্চা শিক্ষক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে বি.পি.এড কোর্স সম্পন্ন করার শর্তসাপেক্ষে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে উক্ত শিক্ষক শারীরিকভাবে অসুস্থ্য থাকায় ম্যানেজিং কমিটি তাঁকে বি.পি.এড ডিগ্রীর পরিবর্তে বি.এড ডিগ্রী অর্জনের অনুমতি প্রদান করলে তিনি বি.এড ডিগ্রী কোর্স সম্পন্ন করেন। কিন্তু শরীরচর্চা বিষয়ের সনদ যথাযথ না থাকায় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর এর প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অডিট শাখা কর্তৃক তার বেতন ভাতার সরকারি অংশ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৫-২০১৬ শিক্ষা বর্ষে বি.পি.এড কোর্সে ভর্তি হন এবং ২০১৬ সালে ১ম বিভাগে বি.পি.এড কোর্সে উত্তীর্ণ হয়েছেন যার সনদপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন।	সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মোঃ মশিউর রহমান এর কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাবিহীন ১ম নিয়োগ অবৈধ। তিনি জাল জালিয়াতির মাধ্যমে এম.পি.ও ভুক্ত হয়েছেন। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এম.পি.ও হতে তার নাম স্থায়ীভাবে কর্তন এবং উক্ত অনিয়মের জন্য ম্যানেজিং কমিটিকে শোকজ করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

৩.	টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন জনতা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মিনজুর রহমানের বিরুদ্ধে নিয়োগবিধি বহির্ভূত হওয়ার বিষয়টি অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ খায়রুল বাশার মজুমদার কর্তৃক তদন্ত করা হয়। তদন্দে জনাব মোঃ মিনজুর রহমান এর বহির্ভূত হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় তার নাম এম.পি.ও হতে কর্তন এবং এ পর্যন্ত গৃহীত সরকারি অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরৎ প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়। একই তারিখের ৪৮৩ সংখ্যক স্মারকে তাকে চাকুরি হতে বরখাস্ত এবং ফৌজদারী মামলায় দায়েরের নিমিত্তে গভর্ণিং বডিকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত স্মারকদ্বয়ের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মিনজুর রহমান মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১৩৪৭২/২০১৬ দায়ের করেন। মাননীয় আদালত মন্ত্রণালয়ের ৪৮৩,৪৮৪ ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ৮৮৫ সংখ্যক স্মারকের কার্যক্রম অবৈধ ও আইনগত ভিত্তি নেই মর্মে আদেশ রুলনিশি জারী করে এবং মন্ত্রণালয়ের ৪৮৪ স্মারকের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করে। বর্ণিত প্রেক্ষিতে আদালতের আদেশের আলোকে অধ্যক্ষের বেতন-ভাতা চলমান রাখা এবং আদালতের স্থগিতাদেশ vacate করার উদ্যাগ গ্রহণ করা হয়। টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন জনতা মহাবিদ্যালয়ের বিষয়ে অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টা মতামত হলো: জনতা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মিনজুর রহমান তার নাম এম.পি থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন ১৩৪৭২/২০১৬ দায়ের করেন। রীট মামলায় রুল জারীসহ এম.পি বাতিলের মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৮/২০১৬ তারিখের পত্রকে স্থগিত করে। স্থগিতাদেশ ৬ মাসের জন্য বর্ধিত করেন। এমতাবস্থায়, মহামান্য হাইকে অন্তবর্তীকালীন আদেশ অনুসারে অধ্যক্ষের বেতন-ভাতা চলমান র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক জনাব মোঃ বাবুল আক্তারকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অথবা মাস্টার্স এ ২য় শ্রেণীর না পাওয়া পর্যন্ত তার (যেটাই আগে ঘটে) বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্তগিত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত পত্রের বিরুদ্ধে জনাব মোঃ বাবুল আক্তার রীট পিটিশন নং-৯২৯৮/২০০৮ দায়ের করেন। এ বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত হলো: জনাব মোঃ বাবুল আক্তার এম.পি.ও স্থগিতকরণে বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করেন। উক্ত রীট মামলাটির রুল মহামান্য হাইকোর্টে খারিজ করেন কারণ পিটিশনারকে ইতোমেধ্য চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে। যেহেতু দীর্ঘ দিন যাবৎ পিটিশনার জনাব মোঃ বাবুল আক্তার চাকুরিচ্যুত সুতরাং তার নাম এম.পি.ও থেকে কর্তন করা যেতে পারে।	আদালতের আদেশের আলোকে অধ্যক্ষের বেতন-ভাতা চলমান রয়েছে । আদালতের স্থগিতাদেশ vacate করার উদ্যাগ গ্রহণ করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে। অপর শিক্ষক বাবুল আক্তারের নাম এম.পি.ও হতে কর্তনের বিষয়ে বোর্ডের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্ত না পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।
৪.	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন মুরাদপুর নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) পদে জনাব মোঃ শাহানুর আলম গত ১৫/০২/২০০৫ তারিখে সহকারী শিক্ষক মৌলভী হিসেবে	সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) জনাব মোঃ শাহানুর আলম জাল জালিয়াতির মাধ্যমে এম.পি.ও ভুক্ত হয়েছেন মর্মে তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় তার নাম

	যোগদান করে যথানিয়মে কর্মরত থেকে মে/২০০৬ তারিখে এম.পি.ও ভুক্ত হন। জনাব হামিদুজ্জামান জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবরে একখানা অভিযোগ দায়ের করলে উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তৎকালিন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর, রংপুর জনাব মোঃ গোলাম মাহবুব মোরশেদ ২৯/০৮/২০০৬ তারিখে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। সে প্রেক্ষিতে জেলা শিক্ষা অফিসার, রংপুর সহকারি শিক্ষক (মৌলভী) বেতন-ভাতাদি বন্ধের জন্য প্রধান শিক্ষক/সভাপতি অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তার সরকারি অংশের বেতন-ভাতাদি চলমান থাকে। বিদ্যালয়টি জুন/০৮ এ কমিটি বিহীন থাকাকালীন সময়ে শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতাদি ছাড়করণের নিমিত্তে জেলা শিক্ষা অফিসার রংপুর এর শরনাপন্ন হলে সহকারী শিক্ষক মৌলভীর বেতন ভাতাদি কর্তন করে অন্যান্য শিক্ষক কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি ছাড় করেন। সহকারী মৌলভী মোঃ শাহানুর আলমের ব্যক্তিগত শুনানীকালে জনাব সিদ্দিকা মুর্শেদা জেলা শিক্ষা অফিসার, রংপুর সহকারী শিক্ষক মৌলভী এর বেতন-ভাতাদি ছাড়করণ করে অমিমাংসিত বিষয়টি নিস্পত্তি করেন। গত ০১/০১/১৯৯৯ তারিখে মুরাদপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সম্পূর্ন অস্থায়ী ভিত্তিতে দেয়াল বিজ্ঞপ্তি মারফৎ তৎকালীন সাংগঠনিক কমিটি জনাব মোঃ হামিদুজ্জামানকে নিয়োগ প্রদান করলে অন্যান্য শিক্ষক কর্মচারীর ন্যায় বিদ্যালয়টি এম.পি.ও ভুক্তি হবেনা ভেবে তিনি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টি সফল অগ্রগতি সাপেক্ষে মে/২০০৪ তারিখে এম.পি.ও ভুক্ত হলে সহকারী শিক্ষক মৌলভী পদটি দাবি করে বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত মিঠাপুকুর রংপুর এ ৫৯/০৪ নং মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আইন সেলের মতামতের আলোকে সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) জনাব শাহনূর আলমের নাম কর্তন করে জনাব হামিদুজ্জামান কে সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) হিসেবে এম.পি.ও ভুক্ত করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরর কে ২৫.০৯.২০১৭ তারিখে পত্র দেয়া হয়।	এম.পি.ও হতে কর্তন এবং নিয়োগ যথাযথ থাকলে জনাব হামিদুজ্জামান কে সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) হিসেবে এম.পি.ও ভুক্ত করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।
৫.	ওবাইদুল হক, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী), কিশলয় আদর্শ শিক্ষা নিকেতন, চকরিয়া, কক্সবাজার ইংরেজী বিষয়ে দ্বাদশ নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে উক্ত বিষয়ে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮৩ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে এন.টি.আর.সি.এ এর শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ১ম স্থান অর্জনকারী হিসেবে সুপারিশকৃত হয়ে কিশলয় আদর্শ শিক্ষা নিকেতনে ১৫/১১/২০১৬ তারিখে সহকারী শিক্ষক ইংরেজী পদে যোগদান করেন। যোগদান সত্ত্বেও ঘুষ না দেয়ায় অদৃশ্য কারণে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুল কবির গ্রাম+ডাকঃ খুটাখালী, থানাঃ চকরিয়া, জেলাঃ কক্সবাজার কর্তৃক বিগত ১৫/০৫/২০১৭ তারিখ এম.পি.ও' র সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হন। অথচ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইংরেজী বিষয়ে ২য় স্থান অর্জনকারী শিক্ষক জনাব রমিজ উদ্দিন আহমদ সহ অন্য ২ জন শিক্ষকের এম.পি.ও. ভুক্তির আবেদন অগ্রায়ন করেন এবং মে মাসের এম.পি.ও তে তাদেও নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।	প্রাপ্যতার চেয়ে ১জন শিক্ষক বেশি রয়েছে। বিষয়টি পুনরায় তদন্ত করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

৬.	খুলনা জেলার সদর উপজেলাধীন সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুন্নাহার বেগম (ইনডেক্স-২১৩৫৬০) এর বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, খুলনা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরন করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক প্রাক্তন জেলা প্রশাসক খুলনা এর স্বাক্ষরিত কার্যবিবরনী কাঁটাকাটি ও ফ্লুইড দিয়ে নিয়োগকৃত শিক্ষক জনাব শরীফুল ইসলাম এর পদবী পরিবর্তন করে ম্যানেজিং কমিটিকে অবমাননা করা, বিষয় পরিবর্তন করে অবৈধভাবে জনাব শরিফুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক-কে এম.পি.ও.ভুক্ত করা প্রাক্তন জেলা প্রশাসক জনাব জমসেদ আহমেদ খন্দকারের একাধিক স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগটি প্রমানিত হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পদবী মুদ্রণজনিত তথ্যে ইচ্ছেমত তথ্য প্রদান, ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি ও চরম আর্থিক বিধিবিধান লঙ্ঘন ভুঁয়া প্রশ্নবিল তৈরীর মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ শ্রেণিকক্ষে পাঠদান না করা, শিক্ষক স্থায়ীকরণের বিষয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করা, পিআরএল ভোগরত শিক্ষকদের বিষয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে গ্রাচুইটির অর্থ পদ্রান না করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ এবং সহকারী শিক্ষক জনাব শরিফুল ইসলামের নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি মর্মে জেলা প্রশাসক, খুলনা কর্তৃক প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনে প্রমনিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, অবৈধভাবে এম.পি.ও.ভুক্তি করা, বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাৎ, শিক্ষকদের পদবী মুদ্রণে অনিয়মের আশ্রয় এবং চাকুরী স্থায়ীকরণ ও গ্রাচুইটি প্রদান না করাসহ ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার দায়ে প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুন্নাহার বেগম (ইনডেক্স নং-২১৩৫৬০) এবং সামাজিকবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ নিয়ে বিষয় কাঁটাকাটি ও ফ্লুইড দিয়ে ইংরেজী বিষয়ে পরিবর্তন করে বেতন-ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন করা ও নিয়াগ বিধি সম্মত না হওয়ায় সহকারী শিক্ষক জনাব শরীফুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-১১০০৪৭০) শিক্ষকদ্বয়ের বেতন-ভাতা সাময়িকভাবে স্থগিত করার অনুমতি প্রদান করা হয়। জনাব মোহাম্মদ মিনজুর রহমান, মাননীয় এম.পি,খুলনা-৩ জানিয়েছেন যে, বর্তমানে তার ব্যক্তিগত উদ্যাগে এসব সমস্যাবলীর উত্তোরণ ঘটেছে। বর্তমানে শিক্ষকদ্বয়ের এম.পি.ও. স্থগিত থাকায় তারা মানবেতর জীবন যাপন করছেন। উল্লেখিত শিক্ষকদ্বয়ের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ (Stop Payment) বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণকৃত এম.পি.ও ছাড়করণের জন্য তিনি সুপারিশ করেছেন।	শিক্ষকদ্বয়ের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ (Stop Payment) বা সাময়িকভাবে স্থগিতকৃত এম.পি.ও ছাড়করণের বিষয়টি বিবেচনার সুযোগ নেই। তাদের এম.পি.ও স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। জাল জালিয়াতির কারণে ম্যানেজিং কমিটি তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে।
৭.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলাধীন আশ্রাফাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাকালীন নিয়োগকৃত সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) পদে জনাব মো: ওয়ালিউল্লাহ ০১/০১/১৯৯৯ ইং তারিখে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১২/০৩/২০০৪ তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করে ডিজির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক তার চাকুরী বৈধকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ০১/০৫/২০১০ থেকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর এম.পি.ও ভুক্ত হয়। মে ২০১০ মাসের নতুন প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও.ভুক্তির সময় তার পদের কাম্য বিপিএড প্রশিক্ষণ সনদ না থাকায় ঐ সময় তার এম.পি.ও প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি। পরবর্তীতে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৪ সনে বিপিএড সনদ অর্জন করেন। এখানে	বিষয়টি বিবেচনার সুযোগ নেই মর্মে কমিটি সুপারিশ করে।

	উল্লেখ্য যে, নভেম্বও ২০১২ মাসে এ জাতীয় কাম্য যোগ্যতা অভিজ্ঞতা বিহীন শিক্ষক-কর্মচারীদের বিশেষ বিবেচনায় এম.পি.ও দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সে সময় তিনি এম.পি.ও ভুক্ত হতে পারেননি।	
৮.	নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলাধীন জাগরনী বিদ্যা নিকেতন এর সহকারী শিক্ষক (কৃষি) জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ ০৫/১০/২০১৩ তারিখে যথাযথ নিয়মের মাধ্যমে নিয়োগ লাভ করে জনবল কাঠামোর প্যাটার্নভুক্ত পদে যোগদান করেন এবং জনাব মোছাঃ ফেরদৌস আরা, সহকারী শিক্ষক (কৃষি) ভুয়া নিয়োগ দেখিয়ে জাল জালিয়াতি করে এম.পি.ও. ভুক্ত হয়ে বেতন বাতাদি উত্তোলন করেছেন মর্মে উপ-পরিচালক,রাজশাহী অঞ্চলের তদন্তে প্রমাণিত হয়। বর্তমান বেতন ভাতাদি সাময়িকভাবে বন্ধকৃত (Stop Payment) শিক্ষক জনাব মোছাঃ ফেরদৌস আরা (ইনডেক্স নং-১০৫৭৮০৩)এর নাম এম.পি.ও. থেকে স্থায়ীভাবে কর্তনের অনুমতিসহ বিধি সম্মত নিয়োগ প্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (কৃষি) জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ এর এম.পি.ও. ভুক্তির আদেশ দানের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সুপারিশ জানিয়েছে।	জনাব মোছাঃ ফেরদৌস আরা (ইনডেক্স নং-১০৫৭৮০৩) এর নাম এম.পি.ও. থেকে স্থায়ীভাবে কর্তন করে বিধি সম্মতভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (কৃষি) জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ এর নাম এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

সংযুক্তি :বর্ণনামতে

৭.৩.১৮

(নুসরাত জাবীন বানু)
যুগ্ম সচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন,ঢাকা ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
৩. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪. পরিচালক,পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর,শিক্ষা ভবন,ঢাকা।
৫. উপসচিব ,কলেজ (অধিশাখা-৯), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
৬. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।